সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রাথমিক মূল্যায়ন	০১
	বিগত বিসিএস প্রশ্ন বিশ্লেষণ	০৫
	সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ	০৬
	বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ	
	চর্যাপদ পরিচিতি	০৯
	ডাক ও খনার বচন	১১
	বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ	
	অন্ধকার যুগ	১৯
	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	১৯
	মঙ্গলকাব্য	২০
	শ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব সাহিত্য	২৪
	অনুবাদ সাহিত্য	২৭
	রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান	২৯
	মর্সিয়া সাহিত্য	৩২
	কবিগান ও পুঁথি সাহিত্য	৩৩
	লোকসাহিত্য	৩৪
	লোকসাহিত্যের অন্যান্য ধারা	৩৬
	বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ পরিচিতি	
	আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা	৪১
	সাহিত্যের বিভিন্ন মতবাদ বা ইজম	৪৬
বাংলা গদ্যের সূচনা	**বাংলা গদ্যের সূচনা**	
	শ্রীরামপুর মিশন	৫০
	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ	৫১
	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাথে সম্পর্কিত কিছু লেখক	৫১
	বাংলা গদ্যের প্রাথমিক বিকাশ	
	রাজা রামমোহন রায়	৫২
	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৫৩
	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ	৫৫
গদ্যের সূচনাপর্বে সাময়িকপত্রের অবদান	**শুরুর দিকের বাংলা সাহিত্যপত্র**	
	ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯
	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	৬০
	বাঙালি জীবন ও বাংলা সাহিত্যে অপসংস্কৃতি	
	হিন্দু কলেজ, ইয়ং বেঙ্গল, হেনরি ভিভিয়ান লুই ডিরোজিও	৬১
	বাঙালি সংস্কৃতি রক্ষায় সাময়িকপত্র	
	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত	৬২
	বঙ্কিমীয় সাহিত্যবলয়	৬২
	রবীন্দ্রবলয়, বীরবলী ধারা	৬৩
	রবীন্দ্রধারার বাইরের পত্রিকা	৬৩
	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৬৪

	বিষয়	পৃষ্ঠা
গদ্যের সূচনাপর্বে সাময়িকপত্রের অবদান	**মুসলমান পরিচালিত সাময়িকপত্র**	
	মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখা পত্রিকা	৬৫
	বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন	৬৫
	বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা	
	ঢাকায় প্রগতিশীল সাহিত্য সংঘ ও ক্রান্তি পত্রিকা	৬৬
গদ্যের বিকাশ ও পশ্চিমা ধারার উন্মেষ	**বাংলা উপন্যাসের বিকাশ**	
	প্যারীচাঁদ মিত্র	৭২
	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭৩
	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭৬
	সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭৮
	কালীপ্রসন্ন সিংহ	৭৮
	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৭৮
	নাটক ও পাশ্চাত্য ছন্দধারা	
	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৭৯
	দীনবন্ধু মিত্র	৮২
	রামনারায়ণ তর্করত্ন	৮৩
বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব	**রবীন্দ্রবলয়ের উৎপত্তি**	
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯২
	রবীন্দ্রবলয়ের সাহিত্যিক	
	প্রমথ চৌধুরী	১০৩
	অন্নদাশঙ্কর রায়	১০৪
গীতিকবিতা, মহাকাব্য ও আঞ্চলিক বাংলা গান	**গীতিকবিতা**	
	বিহারীলাল চক্রবর্তী	১১১
	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	১১২
	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	১১৩
	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১১৩
	সুকুমার রায়	১১৪
	মহাদেব সাহা	১১৪
	মহাকাব্য	
	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৪
	নবীনচন্দ্র সেন	১১৫
	কায়কোবাদ	১১৫
	আঞ্চলিক বাংলা গান	
	বাউল গান	১১৬
	লালন শাহ	১১৬
	ড. দীনেশচন্দ্র সেন	১১৭
	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	১১৭
	আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ	১১৭

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যধারা	
	কাজী নজরুল ইসলাম	১২২
	জীবনানন্দ দাশ	১২৯
	মোহিতলাল মজুমদার	১৩০
	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	১৩০
	বুদ্ধদেব বসু	১৩১
	অমিয় চক্রবর্তী	১৩১
	বিষ্ণু দে	১৩১
	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১৩২
	প্রেমেন্দ্র মিত্র, শঙ্খ ঘোষ	১৩২
	বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা	
	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৭
	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৮
	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪০
	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	১৪২
	প্রমথনাথ বিশী	১৪৩
	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	১৪৪
	অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সমরেশ বসু	১৪৪
	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	১৪৫
	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৪৫
বাংলা সাহিত্যে ইসলামি ভাবধারা	**ইসলামি ভাবধারার সাহিত্য**	
	মীর মশাররফ হোসেন	১৫১
	মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	১৫২
	মোহাম্মদ নজিবর রহমান	১৫২
	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	১৫৩
	কাজী ইমদাদুল হক	১৫৩
	ডা. মোহাম্মাদ লুৎফর রহমান	১৫৪
	মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী	১৫৪
	এস ওয়াজেদ আলী	১৫৫
	ঢাকা মুসলিম সাহিত্যসমাজ	
	কাজী মোতাহার হোসেন	১৫৭
	কাজী আবদুল ওদুদ	১৫৮
	আবদুল কাদির, আবুল ফজল	১৫৮
	মোতাহের হোসেন চৌধুরী	১৫৯

	বিষয়	পৃষ্ঠা
বাংলা সাহিত্যে ইসলামি ভাবধারা	**বিংশ শতকের শুরুর দিকের ইসলামি ধারার সাহিত্য**	
	মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ	১৬১
	প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ	১৬১
	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী	১৬২
	মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ	১৬২
	গোলাম মোস্তফা	১৬২
	বিংশ শতকের শেষের দিকের ইসলামি ধারার সাহিত্য	
	আহসান হাবীব	১৬৪
	ফররুখ আহমদ	১৬৫
	আল মাহমুদ	১৬৬
বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ঘটনাকেন্দ্রীক সাহিত্যকর্ম	**কথাসাহিত্য ও চলচ্চিত্রে বাংলাদেশের ইতিহাস**	
	এক নজরে কথাসাহিত্য ও চলচ্চিত্রে ৫২ ও ৭১	১৭১
	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	১৭৩
	জহির রায়হান	১৭৫
	শওকত ওসমান	১৭৬
	সেলিনা হোসেন	১৭৮
	হুমায়ূন আহমেদ	১৭৯
	রশীদ করীম	১৮১
	শহীদুল্লা কায়সার	১৮২
	আনোয়ার পাশা	১৮২
	শওকত আলী	১৮৩
	হাসান আজিজুল হক	১৮৪
	মাহমুদুল হক	১৮৫
	আনিসুল হক	১৮৫
	আহমদ ছফা	১৮৬
	শহীদুল জহির	১৮৭
	নাটক, কবিতা, গান ও গবেষণায় বাংলাদেশের ইতিহাস	
	এক নজরে নাটক, কবিতা, গান ও গবেষণায় ৫২ ও ৭১	১৯২
	হাসান হাফিজুর রহমান	১৯৪
	সৈয়দ শামসুল হক	১৯৫
	নির্মলেন্দু গুণ	১৯৬
	আবুল কালাম শামসুদ্দীন	১৯৭
	সিকান্দার আবু জাফর	১৯৭
	জাহানারা ইমাম	১৯৭

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	১৯৮
	আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী	১৯৮
	রফিক আজাদ	১৯৯
	হুমায়ুন আজাদ	১৯৯
	রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	২০০
বাংলাদেশের বিভিন্ন ধারার সাহিত্যকর্ম	**বাংলাদেশের উপন্যাস ও কথা সাহিত্য**	
	ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ	২০৫
	হুমায়ুন কবির	২০৬
	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	২০৬
	শামসুদ্দীন আবুল কালাম	২০৭
	আবদুল মান্নান সৈয়দ	২০৭
	মুহম্মদ জাফর ইকবাল	২০৭
	ইমদাদুল হক মিলন	২০৮
	নাটক	
	মুনীর চৌধুরী	২১০
	সাঈদ আহমদ	২১২
	মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ	২১২
	মামুনুর রশীদ	২১২
	সেলিম আল দীন	২১৩
	আবদুল্লাহ আল মামুন	২১৩
	নুরুল মোমেন	২১৪
	ছোটগল্প	
	সৈয়দ মুজতবা আলী	২১৬
	আবু ইসহাক	২১৭
	প্রবন্ধ	
	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	২১৯
	আবুল মনসুর আহমদ	২২০
	মুহম্মদ আব্দুল হাই	২২০
	ড. আনিসুজ্জামান	২২০
	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	২২১
	আহমদ শরীফ	২২১
	সৈয়দ আলী আহসান	২২১
	আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন	২২২

বিষয়		পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের বিভিন্ন ধারার সাহিত্যকর্ম	ড. আশরাফ সিদ্দিকী	২২২
	ড. মুহম্মদ এনামুল হক	২২২
	ফয়েজ আহমদ	২২২
	নীরদচন্দ্র চৌধুরী	২২৩
	প্রকৃতি ও নগর কেন্দ্রীক সাহিত্যকর্ম	
	জসীম উদ্‌দীন	২২৫
	শামসুর রাহমান	২২৭
	বন্দে আলী মিয়া	২২৮
	শহীদ কাদ্‌রী	২২৯
	আবুল হাসান	২২৯
	হেলাল হাফিজ	২২৯
	দাউদ হায়দার	২৩০
মার্ক্সবাদী ধারার সাহিত্যকর্ম		
বিজন ভট্টাচার্য		২৩২
সত্যেন সেন		২৩৩
সমর সেন		২৩৩
আবু জাফর শামসুদ্দীন		২৩৪
বিনয় ঘোষ, সোমেন চন্দ		২৩৪
সুকান্ত ভট্টাচার্য		২৩৫
বদরুদ্দীন উমর		২৩৬
আধুনিক সাহিত্যে নারীদের অবদান		
বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন		২৩৮
বেগম সুফিয়া কামাল		২৩৯
নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী		২৩৯
স্বর্ণকুমারী দেবী		২৪০
কামিনী রায়, শামসুন নাহার মাহমুদ		২৪০
কুসুমকুমারী দাশ, ড. নীলিমা ইব্রাহিম		২৪১
রাবেয়া খাতুন		২৪১
রাজিয়া খান		২৪২
এক নজরে পড়ার কিছু তালিকা		
সাহিত্যিকদের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি ও উক্তি		২৪৩
কিছু গুরুত্বপূর্ণ তালিকা		২৪৯
মডেল টেস্ট (০১ – ০৫)		২৫২

অধ্যায় ০১
বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বলতে ৬৫০- ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে বুঝায়। প্রাচীন যুগকে অনেকে আদ্যকাল, গীতি কবিতার যুগ, প্রাক-তুর্কি যুগ, গৌড় যুগ বলে অভিহিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদের সামসময়িক কালে এ অঞ্চলে সৃষ্ট সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ উপকরণ নয়। প্রাচীন যুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধর্মনির্ভর হলেও ধর্মীয় আখ্যানের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ও মানুষের জীবনধারণের বাস্তব চিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

বিগত বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্নের আলোকে এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

বিষয়	গুরুত্ব	বিসিএস প্রশ্ন
বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ	★	৩৫তম বিসিএস
চর্যাপদ পরিচিতি	★★★	৪৯, ৪৫, ৪৩, ৪২, ৪১, ৪০, ৩৮, ৩৫, ৩৪, ৩০, ৩৩, ২৮, ১৪, ১৭তম বিসিএস
চর্যাপদের নামকরণ	★★	৪৬, ৩৭তম বিসিএস
চর্যাপদের পদকর্তা	★★	৪০, ৩৫, ৩০, ২৯তম বিসিএস
চর্যাপদের প্রবাদ	★	৪৭, ৪৩তম বিসিএস
চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থ	★	৩৭তম বিসিএস
ডাক ও খনার বচন	★	৩৯তম বিসিএস

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। চর্যাপদের খণ্ডিত পদগুলো তিব্বতি থেকে প্রাচীন বাংলায় রূপান্তর করেন- [৪৯তম বিসিএস (শিক্ষা)]
(ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (গ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র (ঘ) সুকুমার সেন

০২। 'লুই ভণই গুরু পুছিঅ জান'।– এখানে 'ভণই' শব্দের অর্থ কী? [৪৭তম বিসিএস]
(ক) বলে (খ) ভাবে (গ) চায় (ঘ) দেখে

০৩। চর্যাপদের কবিরা ছিলেন- [৪৬তম বিসিএস]
(ক) মহাযানী বৌদ্ধ (খ) বজ্রযানী বৌদ্ধ (গ) বাউল (ঘ) সহজযানী বৌদ্ধ

০৪। চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশ করেন কে? [৪৫তম বিসিএস]
(ক) প্রবোধচন্দ্র বাগচী (খ) যতীন্দ্র মোহন বাগচী (গ) প্রফুল্ল মোহন বাগচী (ঘ) প্রণয়ভূষণ বাগচী

০৫। 'চর্যাপদে'র প্রাপ্তিস্থান কোথায়? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) বাংলাদেশ (খ) নেপাল (গ) উড়িষ্যা (ঘ) ভুটান

০৬। 'রুখের তেন্তলি কুমীরে খাই' – এর অর্থ কী? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) তেজি কুমিরকে রুখে দিই (খ) বৃক্ষের শাখায় পাকা তেঁতুল
(গ) গাছের তেঁতুল কুমিরে খায় (ঘ) ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয়

০৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি কী? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) পণ্ডিত (খ) বিদ্যাসাগর (গ) শাস্ত্রজ্ঞ (ঘ) মহামহোপাধ্যায়

০৮। কোন সাহিত্যকর্মে সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে? [৪২তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)]
(ক) পদাবলী (খ) গীতগোবিন্দ (গ) চর্যাপদ (ঘ) চৈতন্যজীবনী

০৯। চর্যাপদের টীকাকারের নাম কী? [৪১তম বিসিএস]
(ক) মীননাথ (খ) প্রবোধচন্দ্র বাগচী (গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ঘ) মুনিদত্ত

১০। চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা আছে? [৪০তম বিসিএস]
(ক) খ্রিষ্টধর্ম (খ) প্যাগনিজম (গ) জৈনধর্ম (ঘ) বৌদ্ধধর্ম

১১। উল্লিখিতদের মধ্যে কে প্রাচীন যুগের কবি নন? [৪০তম বিসিএস]
(ক) কাহ্নপাদ (খ) লুইপাদ (গ) শান্তিপাদ (ঘ) রমনীপাদ

১২। ‘খনার বচন’ –এর মূলভাব কী? [৩৯তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)]
(ক) লৌকিক প্রণয়সঙ্গীত (খ) শুদ্ধ জীবনযাপন রীতি (গ) সামাজিক মঙ্গলবোধ (ঘ) রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি

১৩। ‘সন্ধ্যাভাষা’ কোন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) চর্যাপদ (খ) পদাবলি (গ) মঙ্গলকাব্য (গ) রোমান্সকাব্য

১৪। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) Buddhist Mystic Songs (খ) চর্যাগীতিকা
(গ) চর্যাগীতিকোষ (ঘ) হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা

১৫। ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-এর অর্থ কী? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) কোনটি চর্যাগান, আর কোনটি নয় (খ) কোনটি আচরণীয়, আর কোনটি নয়
(গ) কোনটি চরাচরের, আর কোনটি নয় (ঘ) কোনটি আচার্যের, আর কোনটি নয়

১৬। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) নিরঞ্জনের রুষ্মা (খ) দোহাকোষ (গ) গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস (ঘ) ময়নামতির গান

১৭। সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া গেছে কোন কবির? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) লুইপা (খ) শবরপা (গ) ভুসুকুপা (ঘ) কাহ্নপা

১৮। বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ– [৩৪তম বিসিএস]
(ক) ৪৫০-৬৫০ (খ) ৬৫০-৮৫০ (গ) ৬৫০-১২০০ (ঘ) ৬৫০-১২৫০

১৯। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কত সালে? [৩৪তম, ৩০তম বিসিএস]
(ক) ২০০৭ সালে (খ) ১৯০৭ সালে (গ) ১৯০৯ সালে (ঘ) ১৯১৬ সালে

২০। চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা? [৩৩তম বিসিএস]
(ক) অক্ষরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত (গ) স্বরবৃত্ত (ঘ) অমিত্রাক্ষর ছন্দ

২১। কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন? [৩০তম বিসিএস]
(ক) গোবিন্দ দাস (খ) কায়কোবাদ (গ) কাহ্নপা (ঘ) ভুসুকুপা

২২। বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে? [২৯তম বিসিএস]
(ক) কাহ্নপা (খ) লুইপা (গ) সরহপা (ঘ) শবরপা

২৩। চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে? [২৮তম বিসিএস]
(ক) বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে (খ) আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে
(গ) নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে (ঘ) সুদূর চীন দেশ থেকে

২৪। বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য সংকলন চর্যাপদ এর আবিষ্কারক– [১৭তম বিসিএস]
(ক) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (খ) ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ঘ) ডক্টর সুকুমার সেন

২৫। বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি? [১৪তম বিসিএস]
(ক) দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী (খ) একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী
(গ) দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী (ঘ) ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	ক	০৩	ঘ	০৪	ক	০৫	খ	০৬	গ	০৭	ঘ	০৮	গ	০৯	ঘ	১০	ঘ
১১	ঘ	১২	খ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	খ	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	খ	২০	খ
২১	ঘ	২২	খ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ক										

চর্যাপদ আবিষ্কারের প্রেক্ষাপট

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে ১৮৮২ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র **‘Sanskrit Buddhist Literature in Nepal’** গ্রন্থে নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা উল্লেখ করেন। ১৮৯১ সালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত দায়িত্ব পেয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ সালে দুইবার নেপালে যান। ১৯০৭ সালে (১৩১৪ বঙ্গাব্দে) তৃতীয় বার নেপালে গিয়ে তিনি নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগার (রয়েল লাইব্রেরি) হতে ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’ নামক পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। এটি চর্যাপদ নামে পরিচিত। চর্যাপদের সাথে সরহপাদের দোঁহা, কৃষ্ণপাদের দোঁহা ও ডাকার্ণব নামে আরও ৩টি বই আবিষ্কৃত হয়। চর্যাপদ বাদে বাকি তিনটি পুঁথি অপভ্রংশ ভাষায় রচিত। দোঁহা হলো অপভ্রংশ ও হিন্দিতে রচিত দুই চরণবিশিষ্ট পদ।

চর্যাপদ নেপালে পাওয়ার কারণ: ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলায় আক্রমণ করলে তুর্কিদের ভয়ে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ নেপাল ও তিব্বতে পালিয়ে যায়। ফলে চর্যাপদ নেপালে পাওয়া যায়।

চর্যাপদ পরিচিতি

রচনাকাল	❍ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, চর্যাপদের রচনাকাল ৬৫০ – ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ। ❍ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে ৯৫০ – ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
বিষয়বস্তু	❍ এর বিষয়বস্তু হলো বৌদ্ধ ধর্মমতের সাধন ভজনের তত্ত্ব প্রকাশ। মহাসুখ নির্বাণ লাভ-চর্যার প্রধান তত্ত্ব। ❍ মহাসুখ পাওয়ার জন্য কোন সাধন পন্থা আচরণীয় এবং কোনটি অনাচরণীয় তা নির্ণয় করা চর্যাপদের লক্ষ্য। ❍ পদগুলোতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের গোপন তত্ত্বদর্শন ও ধর্মচর্চাকে বাহ্যিক প্রতীকের সাহায্যে গানের/ কাব্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।
আবিষ্কার	❍ ১৯০৭ সালে (১৩১৪ বঙ্গাব্দে) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগার (রয়েল লাইব্রেরি) হতে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। ❍ চর্যাপদের সাথে সরহপাদের দোঁহা, কৃষ্ণপাদের দোঁহা ও ডাকার্ণব নামে আরও ৩টি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়।
প্রকাশকাল	❍ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) কলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে চর্যপদসহ ৪টি পুঁথি একসাথে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়।
ভাষা	❍ চর্যাপদের ভাষায় বাংলা, উড়িয়া, অসমিয়া, হিন্দি ও মৈথিলি এই ৫টি ভাষার প্রভাব দেখা গেলেও বাংলা ভাষার প্রভাবই বেশি ছিল। ❍ চর্যাপদের ভাষাকে 'সন্ধ্যা ভাষা' বা 'সান্ধ্য ভাষা' বা 'আলো আঁধারি ভাষা' বলেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ❍ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন চর্যাপদের ভাষা বাংলা। ❍ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, চর্যাপদের ভাষা বঙ্গ-কামরূপী।
ধর্মমত	❍ ১৯২৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যাপদের 'ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ' সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন তাঁর 'Buddhist Mystic Songs' গ্রন্থে। মহাসুখ নির্বাণ লাভ চর্যার ধর্মমত বা প্রধান তত্ত্ব।
ছন্দ	❍ চর্যাপদের পদগুলো মূলত পয়ার ও ত্রিপদির সুর ধ্বনিত হয়েছে। এতে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারও রয়েছে। ❍ ১৬ মাত্রার পাদাকুলক ছন্দের ব্যবহারই বেশি।
টীকা	❍ মুনিদত্ত সংস্কৃত ভাষায় চর্যাপদের টীকা লিখেন। তিনি ১১নং পদের টীকা লিখেননি। ❍ মুনিদত্তের টীকার তিব্বতি অনুবাদ করেন কীর্তিচন্দ্র। ❍ ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ সংগ্রহ/আবিষ্কার করে প্রকাশ করেন ১৯৩৮ সালে। ❍ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থানুসারে, চর্যাপদের খণ্ডিত পদগুলো (২৩, ২৪, ২৫ এবং ৪৮ নং) তিব্বতি থেকে প্রাচীন বাংলায় রূপান্তর করেছেন ড. সুকুমার সেন।
পদসংখ্যা	❍ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে পদসংখ্যা ৫০টি এবং সুকুমার সেনের মতে ৫১টি।
নব চর্যাপদ	❍ নব চর্যাপদ হলো চর্যাপদের অনুরূপ সাহিত্য। এর রচনাকাল ১৩-১৬ শতক। ❍ ১৯৬৩ সালে ড. শশীভূষণ দাস নেপাল হতে এটি আবিষ্কার করেন। ❍ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৯ সালে কলকাতা হতে 'নব চর্যাপদ' নামে প্রকাশ করেন। ❍ নব চর্যাপদের পদসংখ্যা ২৫০টি কিন্তু প্রকাশিত হয় ৯৮টি পদ।
নতুন চর্যাপদ	❍ ঢাবি'র বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মুহম্মদ শাহেদ ২০০৮ সালে নেপাল হতে নতুন চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। ❍ এটি ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয়।
অনুবাদ	❍ চর্যাপদের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন হাসনা জসীম উদ্দীন মওদুদ। বইটির নাম Mystic Poetry of Bangladesh।

উত্তরণ Brief

- সান্ধ্য ভাষা/ আলো আঁধারি ভাষা: এ ভাষা খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না। কিছুটা স্পষ্ট, কিছুটা অস্পষ্ট।
- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার 'বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ' (The Origin and Development of the Bengali Language-ODBL) নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন চর্যাপদের ভাষা বাংলা।
- গ্রন্থের কয়েক পাতা নষ্ট হয়ে যাওয়াতে ২৩ নং পদের ১০ লাইনের মধ্যে ৬ লাইন পাওয়া গেছে এবং ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং পদগুলো পাওয়া যায়নি। ফলে চর্যাপদের আবিষ্কৃত পদসংখ্যা সাড়ে ছেচল্লিশটি বা (৪৬.৬)। [নোট: পরীক্ষায় কারো মত উল্লেখ না থাকলে ৫১টি উত্তর করতে হবে।] প্রতিটি পদে পঙ্ক্তির সংখ্যা ১০টি।

চর্যাপদের নামকরণ

চর্যাপদের প্রকৃত নাম নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এখানে চর্যাপদের নামকরণ নিয়ে কিছু মত উল্লেখ করা হলো–

নাম	নামকারক	নাম	নামকারক
আশ্চর্যচর্যাচয়	মুনিদত্ত	চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
চর্যাচর্যবিনিশ্চয়	নেপালে প্রাপ্ত পুঁথিতে নাম	চর্যাগীতিকোষবৃত্তি	তিব্বতি অনুবাদের নাম
চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়	প্রবোধচন্দ্র বাগচী	চর্যাগীতিকোষ	আধুনিক পণ্ডিতদের মতে

উত্তরণ Brief

- চর্যাপদের প্রথম পদের রচয়িতা লুইপা। ১ম পদটি –

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥

অর্থ: শ্রেষ্ঠ তরু এই শরীর, পাঁচটি তার ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করে। চিত্তকে দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ কর। লুই বলেন, গুরুকে শুধিয়ে জেনে নাও।

- ঢেণ্ডণপার ৩৩নং পদের প্রসিদ্ধ পঙ্‌ক্তি –

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী॥ হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী

অর্থ: লোকশূন্য স্থানে প্রতিবেশিহীন আমার বাড়ি। হাঁড়িতে ভাত নেই, অথচ প্রেমিক এসে ভিড় করে।

- চর্যাপদের পদকর্তাদের 'সিদ্ধাচার্য'বলা হয়। এরা 'চুরাশি সিদ্ধাচার্য' নামেও পরিচিত। তাদের নামের শেষে সম্মানসূচক 'পা' যোগ করা হয়। তারা ছিলেন সহজযানী বৌদ্ধ।

চর্যাপদের পদকর্তা

লুইপা	○ ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীসহ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে লুইপা-ই হলো চর্যাপদের আদি কবি। ○ লুইপা বাঙালি কবি ছিলেন এবং তার জন্ম উড়িষ্যায়। ○ সংস্কৃত ভাষায় লুইপা ৫টি গ্রন্থ রচনা করেন – ১. অভিসময় বিভঙ্গ ২. বজ্রস্বত্ব সাধন ৩. বুদ্ধোদয় ৪. ভগবদাভসার ৫. তত্ত্ব স্বভাব।
কাহ্নপা	○ তার প্রকৃত নাম কৃষ্ণচার্য। তার বাড়ি উড়িষ্যা এবং তিনি সোমপুর বিহারে বাস করতেন। ○ সর্বাধিক পদ রচনা করেছেন কাহ্নপা (১৩টি; এর মধ্যে ১২টি পাওয়া গিয়েছে)। ○ চর্যাপদ ছাড়াও অপভ্রংশ ভাষায় তিনি দোহাকোষ রচনা করেন, যা চর্যাপদের সাথে নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থশালা হতে আবিষ্কার করা হয়। ○ চর্যাপদে তার কাহ্নু, কাহ্নি, কাহ্নিল, কৃষ্ণচর্য, কৃষ্ণবজ্রপাদ এই নামগুলো পাওয়া যায়।
ভুসুকুপা	○ তার প্রকৃত নাম শান্তিদেব। তিনি সৌরাষ্ট্রের রাজপুত্র ছিলেন, শেষ জীবনে নালন্দা বৌদ্ধ বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান করেন। ○ তিনি চর্যাপদের দ্বিতীয় সর্বাধিক পদ রচয়িতা (৮টি)। ○ ৪৯নং পদে তিনি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন। যেখানে তিনি বলেছেন, *"আজি ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী॥ নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী"*
সরহপা	○ তৃতীয় সর্বাধিক পদ রচয়িতা (৪টি)। ○ তিনি অপভ্রংশ ভাষায় দোহাকোষও রচনা করেন, যা চর্যাপদের সাথে নেপালের রাজদরবার হতে আবিষ্কৃত হয়। ○ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, সরহপা আধুনিকতম পদকর্তা। তবে অনেকের মতে, আধুনিকতম কবি ভুসুকুপা।
কুক্কুরীপা	○ প্রাচীনতম মহিলা কবি বলে ধারণা করা হয়।
বাঙালি কবি	○ গবেষকগণ ৭ জন কবিকে বাঙালি বলে উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন – লুইপা, কুক্কুরীপা, শবরপা, ডোম্বীপা, বিরূপপা, ধামপা, জয়নন্দীপা।

উত্তরণ Brief

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, চর্যাপদের প্রাচীন কবি শবরপা লুইপার গুরু।
- ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীসহ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে লুইপা-ই হলো চর্যাপদের আদি কবি।
- ভুসুকুপা নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন এবং পদ্মা (পঁউআ) এর উল্লেখ করেছেন (৪৯ নং পদে)।
- চর্যার পদকর্তাদের মধ্যে ডোম্বীপা ত্রিপুরার, আর্যদেবপা মোবারের এবং কঙ্কণপা বিষ্ণুনগরের রাজা ছিলেন।
- প্রাপ্ত পুঁথিতে ১০নং পদের পর লাড়ীডোম্বীপা নামে একজন পদর্কতার নাম পাওয়া যায়। তবে তাঁর কোনো পদ পাওয়া যায়নি, মুনিদত্তও তার পদের ব্যাখ্যা দেননি।
- তন্ত্রীপা রচিত ২৫নং পদটি পাওয়া যায়নি। তবে মুনিদত্তের টিকায় এ পদের ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে।
- কুক্কুরীপা এর ভাষার সাথে নারীদের ভাষার মিল থাকায় তাকে চর্যার মহিলা কবি বলা হয়।

উল্লেখযোগ্য কয়েকজন পদকর্তা ও পদসংখ্যা

পদকর্তা	পদসংখ্যা	প্রাপ্ত পদসংখ্যা	পদকর্তা	পদসংখ্যা	প্রাপ্ত পদসংখ্যা
কাহ্নপা	১৩টি	১২টি। (২৪নং পদ পাওয়া যায়নি)।	লুইপা	২টি	২ (১, ২৯নং পদ)।
ভুসুকুপা	৮টি	৭.৬ টি। (২৩নং পদটির ৬টি লাইন পাওয়া গিয়েছে)	শান্তিপা	২টি	২ (১৫, ২৬নং পদ)।
সরহপা	৪টি	৪টি (২২, ৩২, ৩৮, ৩৯নং পদ)।	শবরপা	২টি	২ (২৮, ৫০নং পদ)।
কুক্কুরীপা	৩টি	২টি (৪৮নং পদটি পাওয়া যায়নি)।	তন্ত্রীপা	১টি	২৫নং পদটি পাওয়া যায়নি।

বাকি পদকর্তাদের একটি করে পদ পাওয়া গেছে। তবে লাড়ীডোম্বীপা নামে একজন পদর্কতার নাম পাওয়া গেলেও তাঁর কোনো পদ পাওয়া যায়নি।

চর্যাপদের প্রবাদবাক্য

চর্যাপদে ৬টি প্রবাদ বাক্য পাওয়া গেছে। যথা-

ক্র. নং	পঙ্ক্তি	পদকর্তা	পদ নং	অর্থ
১.	আপনা মাংসে হরিণা বৈরী	ভুসুকুপা	৬	হরিণের মাংসই তার জন্য শত্রু।
২.	হাতের কাঙ্কন আছে মা লোউ দাপণ	সরহপা	৩২	হাতের কাঁকন দেখার জন্য দর্পণের প্রয়োজন হয় না।
৩.	হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী	ঢেণ্ডণপা	৩৩	হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ প্রতিদিন অতিথি আসে।
৪.	দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামায়	ঢেণ্ডণপা	৩৩	দোয়ানো দুধ কী বাঁটে প্রবেশ করানো যায়?
৫.	বর সুন গোহালী কিমু দুঠ্য বলন্দে	সরহপা	৩৯	দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।
৬.	আন চাহন্তে, আন বিনধা	কঙ্কনপা	৪৪	অন্য চাইতে, অন্য বিনষ্ট।

চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থ

গ্রন্থের নাম	রচয়িতার নাম	গ্রন্থের নাম	রচয়িতার নাম
Buddhist Mystic Songs	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	History of Ancient Bengal	রমেশচন্দ্র মজুমদার
চর্যাপদ	মনীন্দ্রমোহন বসু	চর্যাগীতিকা	আনোয়ার পাশা ও আবদুল হাই
চর্যাপদ	অতীন্দ্র মজুমদার	নতুন চর্যাপদ	সৈয়দ মুহম্মদ শাহেদ
বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)	ড. নীহাররঞ্জন রায়		

উত্তরণ Brief

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে ৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ এবং সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ৯৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে চর্যপদের পদগুলো রচিত হলেও ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এটিকে খুঁজে পান এবং ১৯১৬ সালে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশ করেন। ত্রিপদী পয়ার মাত্রাবৃত্তে ৫১ পদে বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্ব বিশ্লেষণ আছে বলে এর ভাষাকে সান্ধ্য নামে ডাকা হয়। অযত্ন অবহেলায় ২৩নং পদের খণ্ডিত অংশ উদ্ধার হলেও ২৪, ২৫ ও ৪৮নং পদ হারিয়ে যায়।

ডাক ও খনার বচন

- ডাক ও খনার বচনকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা হয়।
- ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, এগুলো ৮ম – ১২শ শতকের; ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, এর কতকগুলো বৌদ্ধযুগের এবং ড. নীহারঞ্জন রায়ের মতে, এগুলো প্রাক-তুর্কি যুগের রচনা। *[উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম]*
- প্রাচীন যুগের এক শ্রেণির বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধককে 'ডাক' বলা হত, ফলে তৎকালীন শুদ্ধ জীবনাচারগুলো ডাকের বচন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকে।
- ডাকের বচনগুলো আসামের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এবং বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে রচিত হয়েছিল।
- খনার বচনকে খনা নামের মহিলার উক্তি মনে করা হলেও আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী, খনা কোনো মহিলার নাম নয়; কৃষক জীবনের বিভিন্ন বিচিত্র অভিজ্ঞতাই খনার নামে প্রচারিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কিছু ডাক ও খনার বচন –

ডাকের বচন	খনার বচন
নিয়ড় পোখরী দূরে যায় পথিক দেখিয়া আউড়ে চায়।	খাটে খাটায় লাভের গাঁতি তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি।
রাঁধে বাড়ে গায় না লাগে কাতি অতিথি দেখিয়া মরে লাজে।	দিনে রোদ রাতে জল তাতে বাড়ে ধানের বল।
পরিহর বিনা কড়িতে হাট পরিহর বিনা লড়িতে বাট।	খনা ডাক দিয়া বলে চিটা দিলে নারিকেল মূলে।

নমুনা প্রিলি প্রশ্ন

০১। চর্যাপদ বাংলা ভাষায় রচিত এটি প্রথম প্রমাণ করেন-
(ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (খ) সুকুমার সেন (গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ঘ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

০২। তিব্বতি অনুবাদের নাম কী?
(ক) চর্যাগীতিকোষবৃত্তি (খ) চর্যাচর্যবিনিশ্চয় (গ) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় (ঘ) চর্যাগীতিকোষ

০৩। চর্যাপদে গান সংখ্যা কতগুলো?
(ক) ৪১টি (খ) ৫১টি (গ) ৫৬টি (ঘ) ৫০টি

০৪। 'অভিসময়বিভঙ্গ' কার রচনা?
(ক) কাহ্নপা (খ) হাড়িপা (গ) ভাদে (ঘ) লুইপা

০৫। 'চঞ্চল চীএ পইঠা কাল' কোন কবির চর্যাংশ?
(ক) বিরূপা (খ) লুইপা (গ) শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর (ঘ) কুক্কুরীপা

০৬। খনার বচনে কী বিষয় বর্ণিত হয়েছে?
(ক) আবহাওয়া ও কৃষি (খ) জ্যোতিষ ও কৃষি (গ) ব্যবসা ও বাণিজ্য (ঘ) যোগাযোগ

০৭। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত চর্যাপদ কে সম্পাদনা করেন?
(ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (গ) দীনেশচন্দ্র সেন (ঘ) শ্রী হরলাল রায়

০৮। 'হাতের কাঙ্কন আছে মা লোউ দাপণ' প্রবাদটি কত নং পদে পাওয়া যায়?
(ক) ২৪ (খ) ৩২ (গ) ৪৮ (ঘ) ১

০৯। চর্যাপদের কোন পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়?
(ক) ১০ নং পদ (খ) ১৬ নং পদ (গ) ১৮ নং পদ (ঘ) ২৩ নং পদ

১০। প্রাচীনতম মহিলা কবি বলে ধারণা করা হয় কাকে?
(ক) কাহ্নপা (খ) কুক্কুরীপা (গ) সরহপা (ঘ) ভুসুকুপা

১১। চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে?
(ক) গোয়াল ঘর (খ) ভুটানের রাজগ্রন্থাগার (গ) নেপালের রাজগ্রন্থশালা (ঘ) সুদূর চীন দেশ

১২। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীন যুগের স্থায়ীত্বকাল কত?
(ক) ৬৫০ – ১২০০ খ্রি. (খ) ৯৫০ – ১২০০ খ্রি. (গ) ৬০০ – ১২০০ খ্রি. (ঘ) ৯০০ – ১২৫০ খ্রি.

১৩। "হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী" এ প্রবাদটি কার?
(ক) ঢেণ্ডণপা (খ) ভুসুকুপা (গ) কাহ্নপা (ঘ) শান্তিপা

১৪। চর্যাগীতি রচনার সংখ্যাধিক্যের দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী কে?
(ক) জয়দেব (খ) ভুসুকুপা (গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ঘ) কাহ্নপা

১৫। 'নিঅ ঘরিনী চণ্ডালেঁ লেলী' কোন ভাষার নিদর্শন?
(ক) সান্ধ্য (খ) মৈথিলি (গ) ভোজপুরী (ঘ) পালি

১৬। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাকে চর্যার আদি কবি মনে করেন?
(ক) ভুসুকুপা (খ) কাহ্নপা (গ) লুইপা (ঘ) ঢেণ্ডনপা

১৭। ড. শহীদুল্লাহ্র মতে, চর্যাপদের ভাষা–
(ক) ব্রজবুলি (খ) জগাখিচুড়ি (গ) সান্ধ্যভাষা (ঘ) বঙ্গ-কামরূপী

১৮। ভুসুকুপা কোন পদে নিজেকে বাঙালি দাবি করেছেন?
(ক) ১ (খ) ২৪ (গ) ২৯ (ঘ) ৪৯

১৯। 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' বলেছেন–
(ক) ঢেণ্ডনপা (খ) ভুসুকুপা (গ) লুইপা (ঘ) কাহ্নপা

২০। চর্যাপাদের টীকাকার মুনিদত্ত কোন পদের টীকা লিখেননি?
(ক) ১ (খ) ২৪ (গ) ৪৯ (ঘ) ১১

২১। লোক সাহিত্যের আদি নিদর্শন?
(ক) চর্যাপদ (খ) ডাক ও খনার বচন (গ) ময়মনসিংহ গীতিকা (ঘ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

২২। কোন রাজবংশের আমলে চর্যাপদ রচনা শুরু হয়?
(ক) পাল (খ) সেন (গ) মোঘল (ঘ) তুর্কি

২৩। ডাকের বচন কীসের সাথে সম্পর্কিত?
(ক) আবহাওয়া (খ) শুদ্ধ জীবন-আচার (গ) কৃষি (ঘ) ব্যবসা

২৪। চর্যাপদে কতটি প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায়?
(ক) ৪টি (খ) ৫টি (গ) ৬টি (ঘ) ৭টি

২৫। লুইপা কোন দুটি পদ রচনা করেন?
(ক) ১ ও ২৩ নং (খ) ১ ও ২৫ নং (গ) ১ ও ২৭ নং (ঘ) ১ ও ২৯ নং

২৬। মুনিদত্তের চর্যাপদের টীকার তিব্বতি অনুবাদ করেন কে?
(ক) কীর্তিচন্দ্র (খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (গ) অতীন্দ্রনাথ (ঘ) ঘনারাম

২৭। চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন–
(ক) ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (খ) ড. সুকুমার সেন (গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (ঘ) ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী

২৮। চর্যাপদ মূলত-
(ক) গানের সংকলন (খ) কবিতার সংকলন (গ) প্রবন্ধের সংকলন (ঘ) রূপকথা-উপকথা

২৯। ২৩ নং পদের রচয়িতা কে?
(ক) লুইপা (খ) কাহ্নপা (গ) ভুসুকুপা (ঘ) শান্তিপা

৩০। 'আন চাহন্তে, আন বিনধা' কার রচনা?
(ক) কাঙ্কণপা (খ) চাটিলপা (গ) শান্তিপা (ঘ) ভুসুকুপা

৩১। চর্যাপদের প্রথম পদটি –
(ক) কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল (খ) টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
(গ) আপনা মাংসে হরিণা বৈরী (ঘ) দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামায়

৩২। ডাক ও খনার বচনের উদ্ভব কোন সময়?
(ক) খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম-৩য় শতক (খ) আধুনিক (গ) ৮ম-১২শ শতক (ঘ) ১৬শ-১৭শ শতক

৩৩। চর্যাপদের ২৯নং পদের রচয়িতা–
(ক) কাহ্নপা (খ) শান্তিপা (গ) শবরপা (ঘ) লুইপা

৩৪। রাঁধে বাড়ে গায় না লাগে কাতি/ অতিথি দেখিয়া মরে লাজে – কোন ধরনের প্রবাদ/বচন?
(ক) ডাক (খ) খনা (গ) চর্যাপদ (ঘ) শূন্য পুরাণ

৩৫। চর্যাপদে কতজন কবির পদ রয়েছে?
(ক) ২৭ জন (খ) ২৬ জন (গ) ২৪ জন (ঘ) ২৫ জন

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২		০৩	খ	০৪	ঘ	০৫	খ	০৬	ক	০৭	খ	০৮	খ	০৯	ঘ	১০	খ
১১	গ	১২	খ	১৩	ক	১৪	খ	১৫		১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ঘ
২১	খ	২২	ক	২৩	খ	২৪	গ	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮		২৯	গ	৩০	ক
৩১	ক	৩২	গ	৩৩	ঘ	৩৪	ক	৩৫	গ										

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]